|  |
| --- |
| **বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** বিশ্বমানের বেসামরিক বিমান পরিবহন অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে নিরাপদ, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সুবিধাদি প্রদান এবং দেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহের বহুমাত্রিকীকরণ ও উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশি-বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করা বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। দেশি বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন হোটেল-মোটেল, রিসোর্ট, পার্ক, পিকনিক স্পট, ট্যুর অপারেটর কোম্পানী, ট্রাভেল এজেন্সী ইত্যাদি সেক্টরে নারীর কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে এবং নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। এছাড়া বিমান পরিবহনেও নারীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ নারীর ক্ষমতায়ন এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:** এ মন্ত্রণালয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন যুগোপযোগীকরণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা ও নারী -পুরুষ সকল যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। কমিউনিটি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে সমাজের নারী-পুরুষ সকলের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এছাড়া, স্থানীয় নারীদের হাতে তৈরি পণ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র প্রসার করা হচ্ছে এবং নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা:** জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১, বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব এবং উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে জেন্ডার ফোকাল ডেস্ক হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে । 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১’ এর বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর লক্ষ্যে উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়া, দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে যাতে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত হয় এবং তাদের প্রতিবেদন, কর্মপরিকল্পনা এবং জেন্ডার বিষয়ক সকল কার্যক্রমে যেন নারী উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে প্রণয়ন করা হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় পর্যটন নীতিমালা-২০১০ এ পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে নারী উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে দুঃস্থ ও গরীব নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-২০২১, এ নারী সহকর্মীদের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ আচরণের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করার মাধ্যমে নারীদের জন্য নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।

**3.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

* **নিরাপদ বিমান পরিবহন নিশ্চিতকরণ:** এ কৌশলগত উদ্দেশ্যটি নারী উন্নয়নের সাথে পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। তবে দেশের বিমানবন্দরসমূহেরঅবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও যাত্রীদের উন্নতসেবা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহে নারীকর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়া, অবকাঠামো বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিমান পরিবহন খাতের প্রসারে নারীকর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে। বিমানবন্দরসমূহে মহিলা যাত্রীদের জন্য মাদার কেয়ার রুম, ব্রেস্ট ফিডিং রুম ও পৃথক নামাজের কক্ষের ব্যবস্থা রাখা রয়েছে। ফলে, নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন বিমান চলাচল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহ নারীবান্ধব সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করবে।
* **দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ:** বিমানে কার্গো পরিবহন ব্যবস্থা সম্পসারিত হলে নারীদের কর্মসংস্থান বাড়বে যা নারী উন্নয়নে পরোক্ষ ভূমিকা রাখবে। ফলে, এ কৌশলগত উদ্দেশ্যটি **নারীদের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে পরোক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক।**
* **টেকসই পর্যটন উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ:** দেশে পর্যটক ও পর্যটন কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি তথা পর্যটকদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। পর্যটন একটি বহুমাত্রিক এবং শ্রমঘন শিল্প। এ শিল্পে নারীদের সরাসরি **অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। দেশে পর্যটন কেন্দ্র ও পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তার আশে-পাশে বসবাসরত নারীরা তাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপাদিত পণ্য পর্যটকদের নিকট বিক্রয় করে আয় বৃদ্ধি করতে পারে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর বিভিন্ন ইউনিটে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীসহ স্থানীয় নারীদের দ্বারা** উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ডিউটি ফ্রি শপেও নারীদের তৈরি বিভিন্ন পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ পর্যটন **কর্পোরেশনের** হোটেল/ মোটেলসমূহে রিসিপশন, হাউজ কিপিং, কিচেন, এমনকি হোটেল ব্যবস্থাপক হিসেবেও নারীকর্মীগণ কাজ করছেন। অন্যদিকে, বেসরকারি হোটেল-মোটেলেও নারীকর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক ইকোট্যুরিজম শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু, কমিউনিটি ট্যুরিজম-এর বিকাশ সরাসরি নারীদেরকে এ সেক্টরের সাথে অধিকহারে সম্পৃক্ত করছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নারীদেরকে বিশেষভাবে মূল্যায়িত করা হচ্ছে।

**4.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| **ক্র.** নং | **অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে প্রভাব** |
| --- | --- | --- |
| ১ | বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত অবকাঠামো স্থাপন ও আধুনিকায়নবেসামরিক বিমান চলা‌চল ব্যবস্থার উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও বিমান যাত্রীদের উন্নতসেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন  | বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্ম প্রকৃতির দিক হতে নারীর ক্ষমতায়ন/সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত। বিমানবন্দরসমূহের উন্নয়নের স্বার্থে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে। এতে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীরা বিশেষ ভূমিকা রাখছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।  |
| ২ | পর্যটন খাতে আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদানের উপযোগী জনবল তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ পরিচালনাসহ নতুন নতুন পর্যটন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পর্যটন সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ | বাংলাদেশ পর্যটন **কর্পোরেশন** কর্তৃক দেশের বিভিন্ন জেলায় বাণিজ্যিক কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি পর্যটন শিল্পে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ১৯৭৪ সালে জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) প্রতিষ্ঠা করে। **এনএইচটিটিআই** হতে ট্যুর অপারেটর, ট্যুরিস্টগাইড, টিকেটিং. ট্রাভেল এজেন্সী, শেফ, বেকারী, হাউজকিপিং, স্টুয়ার্ড, ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস, বেকারী এন্ড পেস্টি, হাইজিন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গত তিন অর্থবছরে (২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, এবং ২০২০-২০২১ পর্যন্ত) এনএইচটিটিআই হতে প্রায় ৭১৫ (সাতশত পনের) জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিকাংশ হোটেল/মোটেল, রেস্তোরা, ট্রাভেল এজেন্সীসহ দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃস্টি হওয়ায় নারীরা অর্থনৈতিকভাবে সফল হচ্ছে। আবার অনেকে নারী উদ্যোক্তা হিসেবেও গড়ে উঠছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি নারী শেফ তৈরিতিও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া, খাদ্য উৎসবে নারী প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রণ বৃদ্ধি পা্চেছ। |

**5.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**5.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:**

| **মন্ত্রণালয়/সংস্থা** | **নারী** | **পুরুষ** |
| --- | --- | --- |
| মন্ত্রণালয় | ২৩ জন | ৯৪ জন |
| বেবিচক | ৭৬৬ জন | ৪৪৩৮ জন |
| বাপক | ১০১ জন | ৮৭০ জন |
| বিমান | ৬০৪ জন | ৫৪১১ জন |
| বিটিবি | ১৯২ জন | ১৫৭৫ জন |
| হিল | ৪৭ জন | ৪১০ জন |
| বিএসএল | ৫৪ জন | ৪১০ জন |

**5.২ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান :**

| **মন্ত্রণালয়/সংস্থা** | **নারী** | **পুরুষ** |
| --- | --- | --- |
| মন্ত্রণালয় | ২৩ জন | ৩৯০৩ জন |
| বেবিচক | ৭৬৬ জন | ৪৪৩৮ জন |
| বাপক | ১০১ জন | ৮৭০ জন |
| বিমান | ৬০৪ জন | ৫৪১১ জন |
| বিটিবি | ১৯২ জন | ১৫৭৫ জন |
| হিল | ৪৭ জন | ৪১০ জন |
| বিএসএল | ৫৪ জন | ৪১০ জন |

**5.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**6.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**6.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের জন্য সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র নিম্নরুপ:**

| **ক্র.নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১ | **পর্যটন শিল্প:** পর্যটন শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে অনেকগুলো উৎপাদনমুখী খাতের বিকাশ ঘটে। এর মধ্যে রয়েছে হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি। এ সকল শিল্পে মূলত: নারীদের অংশগ্রহণই বেশি। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেও নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এসব কাজের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের স্বাবলম্বী করতে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সরকারিভাবে আর্থিক অনুদান প্রদান করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে এ বিষয়ে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। | ২০২১-২২ অর্থবছরে পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য ট্যুর অপারেটর ০৭ জন, ট্যুর গাইড ০৭ জন ও স্ট্রিট ফুড ভেন্ডর ২৩ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া পর্যটন শিল্পের সার্বিক বিকাশের জন্য UN Volunteers Bangladesh এর সহায়তায় দেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণকে কেন্দ্র করে Volunteers For Sustainable Tourism (VST) বিষয়ে ১০৩ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের হস্তনির্মিত পণ্যসামগ্রী Duty Free Shop এ বিপণনের ব্যবস্থা এবং বিদেশে রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। |
| ২ | **হোটেল ব্যবস্থাপনা:** হোটেল ব্যবস্থাপনায় নারীদের কাজের প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সার্বিকভাবে পর্যটন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে ‍উন্নতির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য পর্যটন শিল্প বিকাশে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক বিশেষত নারীদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে | হোটেল ব্যবস্থাপনায় নারীদের আগ্রহী করার লক্ষ্যে পর্যটন সংশ্লিষ্ট এলাকায় ২০২১-২২ অর্থবছর হতে হোটেল মালিক/শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০জন নারী হোটেল মালিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। |
| ৩ | **ইকো ট্যুরিজম:** পর্যটকদের জন্য পল্লী এলাকায় হোমস্টে গড়ে তোলার মাধ্যমে ইকো ট্যুরিজম উন্নয়নের ফলে পর্যটন শিল্পে নারীদের সেবা প্রদানের বিশাল ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত: পাহাড়, হাওড় ও বন এলাকায় এরূপ সম্ভাবনা অপরিসীম। এ কারণে ইকো ট্যুরিজম বিকাশে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। | ইকো ট্যুরিজম উন্নয়নের অংশ হিসেবে কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম সম্প্রসারণের জন্য ৪৯জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। |

**6.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:**

* বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চলমান প্রকল্পসমূহে এবং সিভিল এভিয়েশনের দাপ্তরিক বিভিন্ন পদে নারীর যথেষ্ট অংশগ্রহণ রয়েছে। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজেমেন্ট ও এয়ার নেভিগেশন সার্ভিসসহ উড়োজাহাজ পরিচালনায় নারীদের অংশগ্রহণ গত তিন বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে প্রায় ৭০০ জন নারী কর্মরত রয়েছেন। এর মধ্যে জিএম পর্যায়ে ০১ জন, পাইলট ০৯ নয়, কেবিন ক্রু ২১৫ জন, টেকনিশিয়ান ০৬ জন এবং অবশিষ্টরা দাপ্তরিক পর্যায়ে কর্মরত রয়েছেন;
* সকল বিমানবন্দরে রাত্রিকালীন শিফটে কর্মরত নারীদের জন্য যানবাহন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে ;
* বেসামরিক বিমান চলাচল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এভিয়েশন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে Basic ATC Course, Elementary ATC Course, Aircraft Marshalling Course, CFR AFO Initial Course, Fire Orientation Course, Basic Aviation Security Course, Simulator Training উল্লেখযোগ্য। এসব প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী রয়েছেন যারা বাংলাদেশের এভিয়েশন সেক্টরে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন;
* দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক ট্যুরিজম এবং হোটেল এন্ড হসপিটালিটি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের প্রধান কোর্সসমূহ হলো ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট, পেশাদার শেফ কোর্স, সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন, সার্ভিস, বেকারী এন্ড পেস্ট্রি প্রোডাকশন, ট্রাভেল এজেন্সি এন্ড ট্যুর অপারেটর, রিসিপশনিস্ট ইত্যাদি। এ প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীকে এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে; এবং
* নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্সের পাশাপাশি ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে নারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০১৭ সালে ২৬০ জন নারীকে এ ধরনের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর ফলে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে চাইনিজ অতিথিদের সাথে সহজ ও নির্বিঘ্ন যোগাযোগের সুবিধার্থে চারজন নারীকর্মীকে চাইনিজ ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

**6.৩ নারী উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচির পর্যবেক্ষণ:**

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত “Extension of Apron towards North of the existing expert cargo apon at Hazrat Shahjalal International Airport (Plase-II)” শীর্ষক প্রকল্পের project completion report অনুযায়ী এ প্রকল্পের মাধ্যমে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো বিমানের ওঠানামার সুবিধার্থে কার্গো পার্কিং স্থান বর্ধিতকরণের কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণের ফলে নারীর কর্মসংন্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

**6.৪ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে নারীর জীবনমান**

* দেশে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহে মহিলা যাত্রীদের জন্য মাদার কেয়ার রুম ও পৃথক নামাজের রুম রয়েছে;
* মাতৃদুগ্ধ শিশুদের জন্য পৃথক ব্রেস্টফিডিং কর্ণার এবং ডে-কেয়ার (শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র) কর্ণার স্থাপন করেছে;
* নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।

**6.৫ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে নারীর উন্নত জীবনযাপনের সাফল্যগাঁথা:**

|  |
| --- |
| বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্র্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণে গ্রহণ করে অনেক নারী আর্থিক সক্ষমতা অর্জন করেছেন । তন্মধ্যে নুরানী শারমিন আফরোজ অগ্রগামী। **পর্যটনে নারী উদ্যোক্তা নুরানী শারমিন আফরোজ**পর্যটনে নারী উদ্যোক্তা নুরানী শারমিন আফরোজ এর জন্ম রংপুর জেলায়। তিনি ইসলামিক স্টাডিজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতোকোত্তর সম্পন্ন করার পর ২০০২ সাল থেকে ট্রাভেল ও ট্যুরিজম ব্যবসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করে বর্তমানে সফলতার সাথে ইনবাউন্ড ও ডোমেস্টিক ট্যুর পরিচালনা করছেন। বর্তমানে তিনি Autarky Tours নামে একটি পর্যটন প্রতিষ্ঠানের সত্ত্বাধিকারী। এছাড়াও, তিনি Roots ECO Home নামে একটি হোমস্টে পরিচালনা করছেন। বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরতে ও বাংলাদেশে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড যে সকল বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে সে সকল মেলায় নারী প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১৫টিরও বেশি বিদেশি মেলায় নারী প্রতিনিধি হিসেবে তার প্রতিষ্ঠান Autarky Tours-কে বিভিন্ন ইনবাউন্ড ট্যুর প্যাকেজের মাধ্যমে প্রচার করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রিসোর্স পারসন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং এটুআই কর্তৃক আয়োজিত জেলা ব্র্যান্ডিং প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। সর্বশেষ Rejuvenation of Small Business Affected by Covid-19 প্রকল্পে Scrutineer হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একজন সফল পর্যটন নারী উদ্যোক্তা। |

**7.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** প্রতিবন্ধকতাসমূহ:নারী উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনে এ মন্ত্রণালয় যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকে তা হচ্ছে-

* ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে কাজের ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক বাঁধা;
* ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি নিষেধের কারণে বৈমানিক ও কেবিন ক্রু কাজে নারীদের অনীহা।

**৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* দেশের সকল অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে পর্যায়ক্রমে নারীদের জন্য টয়লেট ফ্যাসিলিটি বৃদ্ধি;
* নারী নিরাপত্তায় বিমানবন্দরসমূহে চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত আলো ও সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যা বৃদ্ধি ও লাইটিং ব্যবস্থার উন্নয়ন;
* বিমান পরিবহন সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এভিয়েশন খাতে নারীদের উৎসাহিত করার নিমিত্ত বাংলাদেশের ফ্লাইং স্কুল এ প্রশিক্ষণের জন্য ০২ জন নারী পাইলট-কে প্রণোদনা প্রদান;
* বিভিন্ন জেলা সদরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ হোটেল স্থাপনের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান;
* পর্যটন কেন্দ্রসমূহে স্যুভিনিয়র শপ নির্মাণপূর্বক মাধ্যমে নারীদের বরাদ্দ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান;
* স্থানীয় পণ্যের প্রসার ও প্রচারের মাধ্যমে বিপণন কার্যক্রমে নারীদের উদ্ধুদ্ধ করার লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে নারীদের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ;
* কর্মরত নারীদের জন্য বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহে পৃথক ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার এবং ডে-কেয়ার (শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র) কর্ণার স্থাপন;
* নারীদের জন্য পৃথক অভিযোগ বক্স স্থাপন;
* বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (যেমন: মৃৎ শিল্প, কাঁসা শিল্প, তাঁত শিল্প, বাঁশবেত শিল্প ইত্যাদি) এর সাথে জড়িত প্রান্তিক নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পর্যটন শিল্প সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি;
* হোমস্টে/কমিউনিটিবেজড (CBT) ট্যুরিজম সুবিধা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;
* কক্সবাজার, পার্বত্য এলাকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীর নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিকাশে লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ;
* পর্যটন আকর্ষণসমূহ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং বিপণনের জন্য দেশে বিদেশে প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণে নারীদের উৎসাহ প্রদান।